



ভ্যাটিকানের এক ব্যয় যার অস্তিত্ব নেই

FERDINANDO FREGA · GILLETTENARRATIVE · GILLETTEVATICANO · 14/17

ভ্যাটিকান সম্প্রতি কার্ডিনালদের ও পবিত্র পিতার পারিশ্রমিক সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করেছে।

অঙ্কগুলো নিজে থেকে বিশেষ চমকপ্রদ নয়। জানা যায়, অনেক কার্ডিনাল, বিশেষত যারা ভ্যাটিকানের ভেতরে কাজ করেন, মাসে €3,000 থেকে €5,000 পান।

যা চমকপ্রদ, তা সম্পূর্ণ অন্য কিছু।

পোপের সরকারি বেতন শূন্য।

তঁার ব্যক্তিগত প্রয়োজন আর খরচ ভ্যাটিকান সরাসরি বহন করে।

প্রথম দেখায় এটি মহৎ, এমনকি প্রশংসনীয় মনে হতে পারে। মনে হয় এটি পদটির আধ্যাত্মিক স্বভাবের সঙ্গে, আর এমন এক গির্জার ঐতিহ্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ, যে গির্জা বহুকাল সেবাকে ব্যক্তিগত সমৃদ্ধি থেকে আলাদা করে এসেছে।

তবু যত বেশি ভাবা যায়, ততই একটি সহজ মানবিক প্রশ্ন মাথা তোলে।

পোপ যদি একটি খবরের কাগজ, একটি আইসক্রিম, এক বোতল জল কিনতে চান, কিংবা নেহাত এক কাপ কফির দাম মেটাতে চান, তিনি কি তা পুরোপুরি নিজে করতে পারবেন?

প্রশ্নটি টাকার অঙ্ক নিয়ে নয়।

প্রশ্নটি স্বাধীনতা নিয়ে।

এমন একটি জীবন, যেখানে প্রতিটি ব্যক্তিগত খরচ একটি প্রতিষ্ঠান শুষে নেয়, সেটি এমন একটি জীবনও, যেখানে ব্যক্তিগত পরিসর মিলিয়ে যেতে পারে, নির্জনতা দুর্লভ হয়ে ওঠে, আর ক্ষুদ্রতম ব্যক্তিগত কাজটিও প্রশাসনিক ব্যাপার হয়ে ওঠার ঝুঁকিতে পড়ে।

অথচ পরমপূজ্য হওয়ার আগে তিনি একজন মানুষ।

একটি পরিবারে জন্ম নেওয়া একজন মানুষ।

বন্ধু, স্মৃতি, আত্মীয় আর ব্যক্তিগত স্নেহসহ একজন মানুষ।

এমন একজন মানুষ, যিনি পৃথিবীর সবচেয়ে দাবিদাওয়াপূর্ণ দায়িত্বগুলোর একটি বহন করেও নিজের সম্পদের অন্তত একটি ছোট অংশ নিজে সামলানোর মর্যাদাটুকু ধরে রাখতে পারবেন।

এই বন্দোবস্তটিকে আধ্যাত্মিক নীতি বলে কম, আর অন্য এক যুগের উত্তরাধিকার বলেই বেশি মনে হয়।

ধর্মতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ নয়।

ব্যবস্থাপকীয় একটি।

সেই ভাবনা আমাকে একটি সহজ বিকল্প কল্পনা করতে নিয়ে গেল।

কোনো অর্থনৈতিক সংস্কার নয়।

মানবিক বাস্তবতার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া একটি কর্পোরেট রীতি।

কার্ডিনালরা যদি মাসে €3,000 থেকে €5,000 পান, তবে পারিশ্রমিকটি এভাবে সাজানো হয় না কেন:

— একটি নির্দিষ্ট মূল ভাতা।

— মাপা যায় এমন লক্ষ্যের সঙ্গে যুক্ত একটি অংশ।

— গুণগত অবদানের সঙ্গে যুক্ত একটি অংশ।

— আর পবিত্র পিতার জন্য একটি প্রতীকী স্বীকৃতি, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের একটি ছোট শতাংশের সমান।

পোপকে ধনী বানানোর জন্য নয়।

বিশ্বাসকে বাণিজ্যিক করার জন্য নয়।

গির্জাকে একটি কর্পোরেশনে পাল্টে দেওয়ার জন্য নয়।

বরং নেহাত দায়িত্বের সঙ্গে স্বীকৃতিকে জুড়ে দেওয়ার জন্য।

প্রতিটি সংগঠনে নেতৃত্ব শেষ পর্যন্ত নিজের শক্তি পায় সেই মানুষদের কাছ থেকে, যাদের সে সেবা করে ও সমন্বয় করে। সম্প্রদায় যত শক্তিশালী, প্রতিষ্ঠান তত শক্তিশালী। প্রতিষ্ঠান যত শক্তিশালী, তার নেতৃত্বের বৈধতা তত বেশি।

ভ্যাটিকান কোনো কর্পোরেশন নয়।

কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে দৃশ্যমান ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকেও এমন এক স্ববিরোধী অবস্থানে রাখা উচিত নয়, যেখানে তিনি বিপুল কর্তৃত্ব চালান অথচ ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তাঁর কিছুমাত্র নেই।

এটি কোনো ধর্মতাত্ত্বিক যুক্তি নয়।

এটি একটি মানবিক যুক্তি।

দুই হাজার বছর ধরে গির্জা প্রচার করে এসেছে সহভাগিতা, সংহতি, আর এই ধারণা যে শক্তি আসে বিচ্ছিন্নতা থেকে নয়, ঐক্য থেকে।

হয়তো সেই নীতিটি একেবারে শীর্ষেও প্রযোজ্য হওয়া উচিত।

কারণ ব্যক্তি, নিজে নিজে, খুব কমই শক্তিশালী।

শক্তি বরাবরই মিলনেই তৈরি হয়।

আর সেই পাঠটি যদি বিশ্বাসীদের জন্য সত্যি হয়, তবে যিনি সারা জীবন তা শিখিয়ে এসেছেন, সেই মানুষটির জন্যও তা সত্যি হওয়া উচিত।

যীশু খ্রিস্টের প্রশংসা হোক।

পুনশ্চ — আমি ভাবছিলাম: পরমপূজ্য যদি পুরোপুরি প্রতিষ্ঠানের উপরেই নির্ভরশীল হন, আর কেউ যদি তাঁকে একটি ডলারও ধার না দেয়, তবে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন কী করে?

Ferdinando